মহান মে দিবস ২০২২

১ মে, ২০২২

“শ্রমিক-মালিক একতা উন্নয়নের নিশ্চয়তা”

বিশেষ ক্রোড়পত্র

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পি আই ডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডি এফ পি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

‘শ্রমিক-মালিক একতা, উন্নয়নের নিশ্চয়তা’- এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মহান মে দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মহান মে দিবস বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে হে মার্কেটে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকদের ৮ ঘন্টা কাজের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার স্মৃতি শ্রমজীবী মানুষ তথা বিশ্বের সকল মানুষের কাছে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি ছিলেন শ্রমজীবী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। স্বাধীনতার পর মে দিবস রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায় এবং জাতির পিতা মে দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে মজুরি কমিশন গঠন করেন এবং তিনি শ্রমিকদের জন্যও নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করেন। ১৯৭২ সালে জাতির পিতার উদ্যোগ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে এবং আইএলও-র ৬টি কোর কনভেনশনসহ ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করে। এটি একটি বিরল ঘটনা এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও তাঁদের অধিকার রক্ষায় এক অনন্য স্বীকৃতি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতসহ কৃষক ও শ্রমিককে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তি দেওয়ার অঙ্গীকার রয়েছে।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার সুরক্ষায় শিল্প ও শ্রমিক সংক্রান্ত সকল আইনের সমন্বয় করে ২০০৬ সালে প্রণীত হয় ‘বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬’ যা ২০১৩ ও ২০১৮ সালে ব্যাপকভাবে সংশোধন করা হয়েছে। শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ২০১৫ সালে প্রণয়ন করা হয় ‘বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫’। এছাড়া ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩’ এবং গৃহশ্রমিকের সুরক্ষায় ‘গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫’ প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য সরকারের পাশাপাশি শ্রমিক-মালিক উভয়ের সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে কলকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরও নিবেদিত হতে হবে। আমি শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সরকার, শ্রমিক-মালিকসহ সকল উন্নয়ন অংশীজনকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি।

শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই শিল্প-বাণিজ্যসহ দেশ এগিয়ে যাবে সমৃদ্ধির দিকে - মহান মে দিবসে এ প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

“শ্রমিক-মালিক একতা উন্নয়নের নিশ্চয়তা”

মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠার গৌরবজ্জ্বল দিন ।ঐতিহাসিক এই দিনে দেশের মেহনতি মানুষকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন । ১৮৮৬ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের তাজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হওয়ার মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের অমর ইতিহাস রচিত হয়েছিল। মে দিবসের এ ঐতিহাসিক ঘটনা আজও শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের অনুপ্রেরণা যোগায়। তাঁদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরুপ প্রতিবছর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় । এরই ধারাবাহিকতায় এবারেও শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে “শ্রমিক-মালিক একতা, উন্নয়নের নিশ্চয়তা”-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে মহান মে দিবস, ২০২২ দেশব্যাপী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শোষিত, বঞ্চিত, মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে দেশের প্রথম শ্রমনীতি ঘোষণা করেন। শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠু ও প্রতিনিধিত্বমূলক ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, শ্রমিকের স্বার্থ উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকের যথাযথ প্রণোদনা দেওয়া ইত্যাদি শ্রমনীতিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি শ্রমিকের মজুরি কাঠামো ও প্রান্তিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে সরকারি মালিকানাধীন জাতীয়করণকৃত ও অধিগ্রহণকৃত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য প্রথম মজুরি কমিশন গঠন করেন। “মে দিবস”-কে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় দিবস হিসেবে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেন । জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার । এ লক্ষ্যে “বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল” গঠন; রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সার্বিক কল্যাণে “কেন্দ্রীয় তহবিল” গঠন; শ্রম কল্যাণ নিশ্চিতকরণে “জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২”, “জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩” এবং “জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১” প্রণয়ণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । তাছাড়া শ্রম সেক্টরে শ্রমিকদের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক রক্ষা ও বিভিন্ন কল্যাণকর সেবা সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা শ্রম পরিদপ্তরকে ২০১৭ সালে শ্রম অধিদপ্তরে রূপান্তর করা হয়েছে ।

শ্রম অধিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত), ২০১৮ বাস্তবায়নে অনলাইনে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ও কর্মক্ষেত্রে সামাজিক সংলাপকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় মালিক-শ্রমিক সম্প্রীতি বজায় রাখার পথ সুগম হয়েছে। তাছাড়া দপ্তরটি শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদানসহ প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরিবার কল্যাণ সেবাদি প্রদান এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রম আইন, শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব, উৎপাদনশীলতা, কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। দিবা-রাত্রিতে সহজেই শ্রমিকের স্বাস্থ্য সেবায় শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন চিকিৎসা কর্মকর্তাদের টেলিফোনিক পরামর্শ পেতে চালুকৃত “শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা” নামক অ্যাপসটির ব্যবহার ইতোমধ্যে প্রশংসিত হয়েছে। গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে এবং নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় দুটি বহুতল শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে । এছাড়া, “অনলাইন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন” সিস্টেমের পাশাপাশি শ্রমক্ষেত্রে প্রণীত “Publicly Accessible Database” টি dol.gov.bd পোর্টালে প্রকাশ করা হয়েছে ।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে বিদ্যমান ৪ টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও দেশব্যাপী ৩২ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দপ্তরটি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এবং মালিক প্রতিনিধিদের শ্রম আইন, শ্রম প্রশাসন, শ্রম মান, শ্রম অর্থনীতি, শ্রম কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে । পরিবর্তিত বিশ্বায়ন এবং ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশে দক্ষ শ্রমিক তৈরি ও শ্রম ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনুধাবন করে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে “বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল লেবার ইনস্টিটিউট” নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ILO কর্তৃক বাস্তবায়িত Social Dialogue and Industrial Relations শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার মালিক শ্রমিক প্রতিনিধিদের Workplace Co-operation-এর উপর শ্রম অধিদপ্তর নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে ।

সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় করোনা ভাইরাস সংক্রমনের কারণে রপ্তানিজাত পোশাক শিল্প ও চামড়া শিল্পে কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকদের ইলেকট্রনিক সিস্টেমে নগদ মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম শ্রম অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে।

মহান মে দিবস, ২০২২ এর প্রতিপাদ্য “শ্রমিক-মালিক একতা, উন্নয়নের নিশ্চয়তা”-এর মর্মার্থ অনুধাবন করে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ দ্রুত উন্নত বিশ্বের কাতারে পৌঁছে যাক- এই হোক মে দিবসে আমাদের অঙ্গীকার।

আবদুল লতিফ খান, এনডিসি
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
শ্রম অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহান মে দিবস বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। এই ঐতিহাসিক দিনে আমি বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সকল মেহনতি মানুষকে শুভেচ্ছা জানাই। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে রক্তাক্ত আন্দোলনে শ্রমিকের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আত্মাহুতি দেওয়া বীর শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

এবারের প্রতিপাদ্য “শ্রমিক-মালিক একতা, উন্নয়নের নিশ্চয়তা।” অত্যন্ত যথার্থ বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শোষিত, বঞ্চিত ও মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৭২ সালে শ্রমনীতি প্রণয়ন করেন। তিনি পরিত্যক্ত কল-কারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ শ্রম আইন যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। এই তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক যে কোন খাতে নিয়োজিত কোন শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে, জরুরি চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ ও দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য এবং শ্রমিকদের সন্তানের উচ্চ শিক্ষার জন্যেও আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। আমরা রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সার্বিক কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদানে একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করেছি এবং সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি। সব সেক্টরে শ্রমিকদের বেতন ভাতা বাড়ানো হয়েছে। শ্রম কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ‘জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২’ ও ‘বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫’ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১৩’ এবং ‘জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১’ প্রণয়ন করেছি। পাশাপাশি, মানবসম্পদ উন্নয়নে ‘জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল’ গঠন করা হয়েছে। শিল্প-কারখানায় কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণে বিভিন্ন সেবার সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণে আমরা শ্রম পরিদপ্তরকে সম্প্রতি অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করেছি।

আমাদের সরকার সারাদেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে। এতে এক কোটির বেশি লোকের কর্মসংস্থান হবে। দেশি-বিদেশি সকল বিনিয়োগকারী যত্রতত্র শিল্প স্থাপন না করে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করার সুযোগ পাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে নারী শ্রমিকদের জন্য শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের সমান মজুরি নিশ্চিত করা হয়েছে এবং নারী শ্রমিকদের নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করতে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে এবং নারায়ণগঞ্জের বন্দরে দুইটি বহুতল শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমাদের সরকার শ্রমজীবী মানুষের পাশে থেকে ত্রাণ বিতরণসহ সর্বাত্মক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যমে রপ্তানিমুখী পোশাক এবং চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুস্থ শ্রমিকদের মাসিক ৩ হাজার টাকা করে ৩ মাস আর্থিক সুবিধা প্রদানে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা হয়।

আমরা শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বাণী

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

‘মহান মে দিবস’ বিশ্বের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের এক অমর আখ্যান। ১৮৮৬ সালের এ দিনে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে আত্মদানকারী শ্রমিকগণসহ এ বিশ্ব বিনির্মাণে নিহত সকল শ্রমিকদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমজীবী মানুষদের অধিকার আদায়ের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালেই শ্রমনীতি প্রণয়ন করেন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দেশের অর্থনীতি সমুন্নত রাখতে এবং দেশের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিশ্চিতকল্পে পরিত্যক্ত কলকারখানা জাতীয়করণ করেন। শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতার ঐকান্তিক ইচ্ছায় ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা- আইএলও এর সদস্য পদ লাভ করে। এবছরই জাতির পিতার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এক দিনেই আইএলও’র ৮টি মৌলিক কনভেনশনের মধ্যে পাঁচটি মৌলিক কনভেনশনসহ ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করেন। এটি একটি অনন্য নজির। পরবর্তীতে জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারই ১৯৯৮ ও ২০০১ সালে আইএলও’র অপর দু’টি মৌলিক কনভেনশন অনুসমর্থন করে। আজ আইএলও’র সবক’টি মৌলিক কনভেনশন অনুস্বাক্ষরকারী দেশ বাংলাদেশ। গত ২২ মার্চ, ২০২২ তারিখে সর্বশেষ মৌলিক কনভেনশন-১৩৮ অনুসমর্থনের মাধ্যমে সবক’টি মৌলিক কনভেনশন অনুসমর্থনের মাইলফলক স্পর্শ করেছে বাংলাদেশ। জেনেভায় আইএলও এর গভর্নিং বডির ৩৪৪তম সেশনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে অনুসমর্থনের স্বাক্ষরকৃত পত্র আইএলও এর মহাপরিচালক গাই রাইডার এর হাতে তুলে দিয়েছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার্থে শ্রম আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন, বিভিন্ন শ্রম সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় শ্রমনীতি-২০১২, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসব নীতি-২০১০, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ সহ বিভিন্ন শ্রম বান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। শ্রম বিধিমালা-২০১৫ কে আধুনিক এবং যুগোপোযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছি। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ পূরণ এবং দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন আবশ্যক। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য শ্রমজীবী মানুষ এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকদের একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার কোন বিকল্প নেই। তাই, এ বছর মহান মে দিবসের প্রতিপাদ্য ঠিক করা হয়েছে;

‘শ্রমিক-মালিক একতা
উন্নয়নের নিশ্চয়তা’

বর্তমান সরকারের ডেল্টা প্ল্যান ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে মহান মে দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্যই আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ।
জয় হোক এ দেশের মেহনতি মানুষের।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

বাণী

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য বছরের মতো এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস, ২০২২ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শ্রমজীবী মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, গরিব-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানো ছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শ। তিনি সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে ১লা মে- কে মহান মে দিবস পালনের জন্য সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হলে সত্যিকারের স্বাধীনতা আসে না। এর মধ্যেই গরিব-দুঃখী, শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের সুখ ও স্বাধীনতার সার্থকতা নিহিত রয়েছে।

তাঁরই আদর্শ ও কর্মপথ ধরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয় ও সেক্টরেই জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা দেশকে সত্যিকার অর্থে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। বর্তমান সরকারের আমলে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দপ্তরসমূহ অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। শ্রমজীবী গণমানুষের অধিকার রক্ষা আইন যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ২০১০, ২০১৩ ও ২০১৮ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬ সংশোধিত হয়েছে। তিনি শ্রমিকদের মজুরির হার বৃদ্ধির ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করেছেন। শ্রমজীবী জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের আবাসন সমস্যার সমাধানে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ করেছেন।

এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে: ‘শ্রমিক-মালিক একতা, উন্নয়নের নিশ্চয়তা’। কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা মোতাবেক বর্তমান সরকারের ৩১ দফা নির্দেশনা মেনে কলকারখানা চালু রেখে দেশের উৎপাদন ও অর্থনীতির চাকা সচল রাখা হয়েছে। সম্প্রতি জেনেভায় অনুষ্ঠিত আইএলও গভর্নিং বডির সভায় কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এক অনন্য উচ্চতা স্পর্শ করেছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বজায় রেখে শান্তিপূর্ণভাবে শিল্পকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি, পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ (সংশোধন, ২০২১) চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ পুনরায় যুগোপযোগী ও আধুনিকীকরণের জন্য এ বছর পূর্ণদ্যোমে কাজ শুরু হয়েছে। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি প্রদান, তাদের স্বাস্থ্য ও প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণে শ্রমিকদের কল্যাণে কর্মঘণ্টা মেনে কাজ করা ইত্যাদি শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে এ সরকার বদ্ধপরিকর। নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অভিঘাতে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব মোকাবিলায় এ মন্ত্রণালয় আন্তরিক ও নিরলসভাবে কাজ করছে। এ বছর মহান মে দিবস, ২০২২ উদ্‌যাপনের সঙ্গে জড়িত এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড় করানোর প্রত্যয় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণই হোক এবারের মে দিবসের দৃঢ় অঙ্গীকার।

মোঃ এহছানে এলাহী

International
Labour
Organization

Today is 1st May, International Workers Day, the day of labour and solidarity. It is a day which allows us to celebrate the progress and gains that have been made by workers in the world of work, in Bangladesh, as well as around the world.

Bangladesh took a definitive step to support decent work and international labour standards when the Government of Bangladesh ratified Protocol No.29 in January, and Convention No. 138 in March 2022. ILO congratulates the Government on this achievement which completes the country's ratification of all fundamental Conventions and relevant Protocols. The ILO is also pleased to see Bangladesh re-elected as a ILO Governing Body member for 2021-2024 for continued contributions to the policy and agenda of the ILO in the coming years.

International Worker's Day also invites us to reflect on the challenges ahead. It has been over two years since the beginning of the Covid-19 pandemic, and it has become clearer than ever before that workers are fundamental to keeping our societies functioning. As we now build back stronger, we must therefore focus on realizing a human centred recovery which is inclusive, sustainable, and resilient. Bangladesh is well suited to achieve this; despite many challenges the country has shown remarkable resilience by effectively rolling out vaccinations and by continuing to sow stable economic growth.

But to ensure advancements in the world of works we need to go beyond building back from Covid-19. The Rana Plaza and Tazreen factory fire that took place almost a decade ago exposed gaps in occupational safety and health and workplace building safety. The ILO has worked closely with the Government of Bangladesh to improve workplace safety in the RMG sector, and the Department of Inspection for factories and Establishment (DIFE) has established and Industrial Safety Unit (ISU) to address industrial safety more broadly. Several government authorities are also increasingly working together to develop and Industrial Safety framework for safer working conditions and the promotion of safety culture in all sectors. As part of this work the Government of Bangladesh is implementing a comprehensive and time-bound roadmap and National Action Plan which ILO will continue to support to realize.

As Bangladesh aims to graduate from LDC status in 2026 the country will also need to address gaps in social protection. ILO is committed to supporting a universal life-cycle-based social protection system for all, including vulnerable groups such as women, children, people with disabilities and migrant workers at home and abroad. This includes the establishment of a modern and contemporary sustainable Employment Injury Scheme (EIS) which will be piloted in the RMG sector as well as initiatives for skill and social protection targeting migrant workers. The ILO is also supporting the Ministry of Labour and Employment on implementing the Government National Social Insurance Scheme (covering unemployment, accidents, sickness and maternity) as envisioned by the government in National Social Security Strategy (NSSS 2015).

Labour market developments, climate change and the 4th Industrial Revolution in changing the world of work. The ILO is therefore continuing its efforts in skills development, including reskilling, and upskilling or workers in accordance with government policies and strategis. The ILO has supported the establishment of the National Qualification Framework which enables the implementation of competency based learning programmes and better connectivity to private sector needs.

The needs and priorities mentioned here are echoed in the fourth Bangladesh Decent Work Country Programme (DWCP) for 2022-26 which was launched in March 2022. It is ILO's country framework for decent work and developed jointly with the Government of Bangladesh, the employers- and the workers organizations.

Together we can build inclusive, equitable and sustainable economic development, decent work, and social protection for all, not just today on International Worker's Day, but every day.

Tuomo Poutiainen
Country Director, ILO Country Office for Bangladesh

বাণী

মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১ মে বিশ্বের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের সংহতির দিন। ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমঘণ্টা নির্ধারণ, শ্রমিকের মর্যাদা ও ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রমিকেরা যে আত্মত্যাগ করেছিলেন তা স্মরণের মাধ্যমে প্রতিবছরের ন্যায় এর বছরও মহান মে দিবস উদযাপিত হচ্ছে। মহান মে দিবসের প্রাক্কালে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস, ২০২২ পালন করছে। ১৯৭৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ন্যাম শীর্ষ সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, “বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত-একদিকে শোষক, আর অন্যদিকে শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।” জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার নিমিত্ত শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলি, সেইফটি, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, মাতৃত্বকল্যাণ, অন্যান্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ, মজুরি পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করার জন্য কারখানা, দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান প্রভৃতি পরিদর্শন করে। এছাড়া, শ্রমিকগণের অভিযোগ তদন্ত করে আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি করা, আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজুর কার্যক্রম সম্পাদনসহ কারখানা নির্মাণ, প্রতিষ্ঠা বা সম্প্রসারণের জন্য কারখানার মেশিন লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন, কারখানার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে। সর্বোপরি শ্রমিকের সুস্থ কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন, শ্রমিক-মালিকের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভূমিকা রেখে চলেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। জাতিসংঘে ঘোষিত নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অত্র অধিদপ্তরের সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বিশেষ অবদান রাখছে। সে লক্ষ্যে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ২৭ হাজার ৯৫৩টি পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন ও ৫ হাজার ৬৪৫টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে ৬ হাজার ২৭টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। শ্রমিকের জন্য সার্বক্ষণিক টোল ফ্রি হেল্পলাইন সেবা চালু করা হয়েছে।

এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য “শ্রমিক-মালিক একতা, উন্নয়নের নিশ্চয়তা”- এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করে চলেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন-২০২১ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলায়’ পরিণত হবে বলে বিশ্বাস করি। মালিক, শ্রমিক ও সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হবে- এটাই হোক এবারের মহান মে দিবসের অঙ্গীকার।

মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ

বাণী

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সমগ্র বিশ্বে শ্রমজীবী মানুষের জন্য মহান ‘মে দিবস’ এক তাৎপর্যময় দিন। ঐতিহাসিক এ দিবস স্মরণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অবিস্মরণীয় এ দিনটি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের অনন্য প্রয়াস। ইতিহাসের আদিলগ্ন হতে শ্রমজীবী মানুষ লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মুখোমুখি হয়ে আসছে। শিকাগো শহরের ১৮৮৬ সালের ১মে ইতিহাসের এক অনন্য দিন এবং শ্রমিকগণের অধিকার আদায়ের মাইলফলক। ইতিহাসের এ স্বর্ণোজ্জ্বল দিনে সকল শ্রমজীবী মানুষকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

টেকসই উন্নয়ন ও শ্রম অধিকার সুরক্ষায় বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ অতিসম্প্রতি জেনেভায় অনুষ্ঠিত আইএলও গভর্নিং বডির সভায় কনভেনশন-১৩৮ অনুস্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আইএলও- এর সবকয়টি মৌলিক কনভেনশন অনুস্বাক্ষরের মাইলফলক স্পর্শ করেছে। শ্রম প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিকে শ্রম আইনের আলোকে প্রশিক্ষণ, শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা, ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসন, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার বাস্তবায়ন, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিসহ শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে শ্রম অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের শ্রমমান উন্নয়নের জন্য আইএলও এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের গাইড লাইন মেনে প্রস্তুতকৃত রোডম্যাপ ও জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) বাস্তবায়ন করে চলেছে শ্রম অধিদপ্তর। এ দপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) ও আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকগণের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে সর্বদা সচেষ্ট।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণেই মহান স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৭২ সালের ২২ জুন আইএলও - এর সদস্য পদ লাভ করতে সমর্থ হয়। আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আজকের এ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- “শ্রমিক-মালিক একতা, উন্নয়নের নিশ্চয়তা”।

মহান মে দিবসের মর্মবাণী আজ শুধু শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই বরং এ আন্দোলন জাতীয় উৎপাদনে টেকসই শিল্প সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে জাতীয় সমৃদ্ধির প্রেরণার উৎস রূপে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত। বাংলাদেশ উন্নত দেশে রূপান্তর হওয়ার লক্ষ্যে মালিক-শ্রমিকের ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কে দেশ এগিয়ে যাবে- মহান মে দিবসে এটাই হোক ইস্পাত-কঠিন প্রত্যয়।

জয় বাংলা

খালেদ মামুন চৌধুরী এনডিসি